প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

সোনালী জাতের মুরগী পালন

সম্পাদনা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ সায়েদুল হক

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)

বাড়ী-১৮, রোড-০৫, ব্লক-এ মিরপুর-০২, ঢাকা-১২১৬।

ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯০০৫৪৫২,৮৮০-২-৯০১৪৯৩৩,

E-mail ঃ zalam_idf@yahoo.com

ভূমিকা

বাংলাদেশে আমিষ ও অণুপুষ্টির অভাবজনিত সমস্যা প্রকট। দেশে এই আমিষের ঘাটতি দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের লোক আমিষের ঘাটতিতে বেশী ভোগে। মহিলা ও শিশুরা আমিষের ঘাটতির প্রধান শিকার। এর ফলে লক্ষ লক্ষ শিশুর মেধা ও কর্মক্ষতার পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটছে না। এর অন্যতম আরো একটি কারণ হলো আমিষ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতা। আমিষের উৎপাদন কম হওয়ার একটি প্রধান কারণ হল আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞানের অভাব। দেশের এই সমস্যাকে সামনে রেখে আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সোনালী জাতের মুরগীর মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। এই লক্ষ্যে বসত বাড়ীতে স্বল্প ব্যয়ে এবং বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের লক্ষ্যে সোনালী জাতের মুরগী পালন প্রশিক্ষণ সহায়িকা তৈরী করা হয়েছে। পুষ্টির উৎস শাক-সব্জি, ফল-মুল চাষ ও হাঁস-মুরগী পালনে অন্যতম কারিগর হচ্ছেন মহিলারা। বাংলাদেশের প্রায় দেড় কোটি বসত বাড়ী আছে। এইসব বসত বাড়ীতে মহিলারা হাঁস-মুরগী পালনের কাজ করে থাকেন। তাই এইসব মায়েদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলে তার ফল হিসাবে আমিষের সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হতে পারে।

সোনালীজাতের মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণের সময়সূচী

মেয়াদ ঃ ১ (এক) দিন।
অংশগ্রহনকারী ঃ সিআইজি সদস্যবৃন্দ
স্থান ঃ ---------------------
তারিখ ঃ ---------------------

ক্র. নং	বিষয়	সময়	ফ্যাসিলিটেটর
	রেজিষ্ট্রেশন	৯:০০-৯:৩০	
১	• প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী • আইডিএফ পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য • উদ্বোধন	৯.৩০-১০.০০	
	চা বিরতি	১০:০০-১০:৩০	
২	• সোনালী মুরগীর জাত পরিচিতি • হাওর অঞ্চলে সোনালী জাতের মুরগী পালনের সম্ভাবনা ও দারিদ্রতা বিমোচনে এর ভূমিকা • সোনালী জাত ও দেশীয় জাতের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা • সোনালী জাতের মুরগীর খামার স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের সম্ভাবনা	১০:৩০-১১:৩০	
৩	• সোনালী জাতের মুরগী পালন পদ্ধতি (খাঁচা ও লিটার পদ্ধতি) • মুরগীর ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী • বাচ্চা ঘরে উঠানোর পূর্বে প্রস্তুতি • সুস্থ সবল একদিনের বাচ্চার গুণাগুণ / বৈশিষ্ট্য • একদিন বয়সের বাচ্চা পরিবহন • ব্রুডার ঘরে বাচ্চা ছাড়ার কৌশল • ব্রুডারে সঠিক তাপমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতি	১১:৩০-১২:৩০	
৪	• খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা • খাদ্যে উপাদানের নাম ও কাজ • সুষম খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী। • খাদ্য প্রদানের নিয়মাবলী ও সতকর্তা • মুরগীকে পানি খাওয়ানো	১২:৩০-১:৩০	
	দুপুরের খাবার ও নামাজের বিরতি	১.৩০-২.৩০	
৫	• মুরগী পালনে দৈনন্দিন কাজসমূহ • লিটার ব্যবস্থাপনা	২.৩০-৩.৩০	
৬	• মুরগীর রোগ বালাই পরিচিতি • রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা • স্বাস্থ্য বিধি ও জৈব নিরাপত্তা • টিকাদান কর্মসূচী • মুরগী বাজারজাতকরণ ও আয়-ব্যয় হিসাব	৩.৩০-৪.৩০	
	প্রত্যাশার সমাধান সমস্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ সমাপনী ও চা চক্র	৪.৩০-৫.০০	

আইডিএফ পরিচিতি

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন “আইডিএফ” গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী এন্ড ফার্মস এর সোসাইটিজ ACT XXI OF ১৮৬০ এর অধীনে রেজিষ্ট্রিকৃত এস-১৫৫১(১১১)/৯৩ একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও আইডিএফ বাংলাদেশ সরকারের এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো (নিবন্ধন নম্বর ঃ ৯৪১,তারিখ ২৮/০৫/১৯৯৫ইং) এবং মাইক্রো-ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (সনদ নংঃ-০১৯২০-০১৮৭২-০০২৪৯,তারিখ-১৪/০৫/২০০৮ইং) তে নিবন্ধন প্রাপ্ত। বিনা জামানতে পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও সুবিধা বঞ্চিত এলাকার জনগণকে ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে মুক্ত করতেই এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু। ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে আইডিএফ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্মকান্ড শুরু হয় ১৯৯৩ থেকে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেনিটেশন, বিশুদ্ধ পানি, উন্নত চুলা, পশু মোটাতাজাকরণ, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ভিক্ষুক কর্মসূচী পরিচালনা করছে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা,রাজশাহী, নাটোর, গাজীপুরসহ মোট ১৩ টি জেলায় ৭৮ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে অত্র সংস্থা ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নত চুলা, পশু মোটাতাজাকরন, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ডিগনিটি কর্মসূচী পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আাওতাধীন জেলা ছাড়াও সৌরশক্তি কর্মসূচী ফেনী, নোয়াখালী, চান্দপুর, কুমিল্লা জেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে ।

আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব জহিরুল আলম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা কালেই গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের উন্নয়ন কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ও জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় চাকুরী শেষে ১৯৯২ সালে দেশে ফিরে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ শুরু করেন। নোবেল বিজয়ী ড ঃ মোহাম্মদ ইউনূস, তাঁর সহকর্মী, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীগণ এ সময়ে তাঁকে এ কাজে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগান। ১৯৯৩ সালে গ্রামীণ ট্রাস্টের সহযোগীতায় বান্দরবান জেলার সুয়ালক মৌজায় “সুয়ালক শাখা” শাখার মাধ্যমেই এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।

সেসন -০১

প্রশিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

১। প্রশিক্ষনের শুরুতেই সকল প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলতে হবে যেন তারা জড়তা ভেঙ্গে মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারেন।

২। যতখানি সহজ ভাষায় বোঝানো সম্ভব তার চেষ্টা করা।

৩। প্রশিক্ষনার্থীদের জ্ঞানের ও বোঝার স্তর যেভাবে আছে ততটুকু বোঝাতে হবে।

৪। প্রতিটি বিষয় শুরুর প্রথমেই প্রশিক্ষনার্থীদের কাছে প্রশ্ন করে তাদের অভিজ্ঞতা যাচাই করে নেয়া।

৫। কোন আলোচনার পর তাদের কাছে প্রশ্ন করে দেখতে হবে তারা কতটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

৬। যতটা সম্ভব ব্যবহারিক ও ছবির মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা।

৭। মডিউলের কথাগুলো হুবহু বলার দরকার নেই, প্রশিক্ষণার্থীর বোঝার সক্ষমতা ও প্রশিক্ষণের পরিবেশ অনুযায়ী বলতে হবে

প্রশিক্ষনের নীতিমালা

১। সঠিক সময়ে ক্লাশে উপস্থিত হওয়া।

২। ক্লাশে আন্তরিক পরিবেশ বজায় রাখা।

৩। একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৪। পাশাপাশি কথা না বলা।

৫। এক সঙ্গে সবাই বা একাধিক জনে কথা না বলা।

৬। কোন বিষয় না বুঝলে অবশ্যই তা প্রশ্ন করে জেনে নেয়া।

৭। কেউ প্রশ্ন করতে চাইলে তাতে বাঁধা না দেয়া।

প্রকল্প পরিচিতি ঃ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) আওতায় বাস্তবায়নাধীন “হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন (হিলিপ)” শীর্ষক প্রকল্পটি আর্ন্তজাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ), স্পেনিশ ট্রাষ্ট ফান্ড ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়িয়া ও নেত্রকোণা জেলার ২৮ টি উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য গত ০৫/০৬/২০১২ ইং তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। হাওর এলাকার ভূমিহীন,ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি সামাজিক সেবা ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, ফসল উৎপাদনের ঝুঁকি হ্রাস এবং প্রাকৃতিক দুযোর্গের প্রকোপ থেকে রক্ষাকরণ ও মৎস্য সম্পদের বর্ধিত প্রবেশাধিকার, জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ, উৎপাদনের বৈচিত্র আনায়ন এবং ফসল ও প্রাণিসম্পদজাত পণ্যের বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি ও সর্বোপরি সম্পদের দক্ষ , কার্যকরি এবং যথাযথ ব্যবহারের মধ্যদিয়ে হাওর এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্পটি কার্যক্রম পরিচালানা করছে।

- প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জানুয়ারি,২০১২ হতে জুন,২০১৯ পর্যন্ত ।
- প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৪৫৩৮.৭৩ লক্ষ (নয়শ পঁয়তাল্লিশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার) টাকা।

মূলত চারটি কম্পোনেন্টের আওতায় প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে।

কম্পোনেন্টগুলো হলো ঃ

১. কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ঃ
২. কমিউনিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ঃ
৩. কমিউনিটি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কম্পোনেন্ট
৪. লাইভলিহুড প্রটেকশন

সেসন-০২

সোনালী মুরগীর জাত পরিচিতি ঃ

চিত্র: সাদা কালো রংয়ের বাচ্চাগুলো মোরগ এবং লালচে বা গোল্ডেন রংয়ের বাচ্চাগুলো মুরগী।

বিদেশী মুরগির ডিম ও মাংসের গুণাগুণ বিবেচনা না করেই এদেশের মানুষ দেশী মুরগির মাংস ও ডিম পছন্দকরায় বিদেশী জাতের মুরগির মাংস ও ডিমের বাজারজাত করাও কঠিন হয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে বাংলাদেশে সোনালী জাতের মুরগির উৎপত্তি। রোড আইল্যান্ড রেড মোরগ ও ফাহমী মুরগির সংকরায়নে সোনালী জাত উৎপাদিত হয়। উহারা অর্ধ ছাড়া চরে খাওয়া লালন পালন পদ্ধতিতে বছরে গড়ে ১৫৬ টি ডিম দেয় এবং ডিম উৎপাদনের হার এলাকাভিত্তিক কৃষিজ দানাদার শস্য উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রজাতির মুরগি দেখতে অনেকটা দেশী মুরগির মতে এবং মৃত্যুর হার অন্যান্য সংকর প্রজাতির মুরগির চেয়ে তুলনামুলকভাবে অনেক কম। গড়ে সাড়ে সাত মাস হইতে ডিম দেয়া শুরু করে। বাচ্চা বয়সে পালকের রং দেখে মোরগ ও মুরগির বাচ্চা সহজে চেনা যায়।

এ জাতের মুরগির মাংসের বাজারজাতকরণ সহজ কারণ এদেশের মানুষের দেশী মুরগি ক্রয় করার আগ্রহ বেশি তাই এ জাতের মুরগি দেশী মুরগি হিসেবে বিক্রয় করা যায়। অধিকন্তু ৫০-৬০দিন বয়সী সোনালী জাতের মুরগির বাড়ন্ত বাচ্চা বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বিয়ে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে রোস্ট তৈরিতে বিপুল চাহিদা রয়েছে।

সোনালী জাতের মুরগী ও দেশী মুরগী র মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা ঃ

ক্র.নং	দেশী	সোনালী জাতের মুরগী
০১।	মাংসের উপযোগী হতে অনেক সময় লাগে	মাত্র ৫০-৬০ দিনে খাবার উপযোগী হয়
০২।	আবদ্ধ পরিবেশে পালন খুব বেশী লাভ জনক নয়	অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক মুরগী পালন করা যায়
০৩।	মোরগ মুরগীর আকার ছোট এবং ওজন কম	আকারে বড় এবং ওজন বেশী
০৪।	বেশী দামে বিক্রি হয়	দেশী মুরগীর প্রায় সমান দামে বিক্রি হয়
০৫।	কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা বেশী	কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা কম
০৬	চালক চতুর	কম চালক ও বোকা ধরনের
০৭।	রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বেশী	রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম।

সোনালী জাতের মুরগী পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের সম্ভাবনা ঃ

চিত্র: সোনালী জাতের লেয়ার মুরগীর পারিবারিক খামার

বর্তমানে আমাদের খাদ্য ঘাটতির ক্ষেত্রে আমিষ জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একজন কর্মক্ষম মানুষের দৈনিক কমপক্ষে ২৫ গ্রাম প্রাণীজ আমিষ প্রয়োজন। আমাদের দেশে বর্তমানে একজন কর্মক্ষম মানুষ কেবল ৮-১০ গ্রাম প্রাণীজ আমিষ পেয়ে থাকে। ডিম থেকে অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমে এবং সামাজিক অবস্থান অক্ষুণ্ন রেখে এই প্রাণীজ আমিষের অভাব পূরণ করা সম্ভব। যেহেতু গ্রামীন চড়ে খাওয়া পরিবেশে, পারিবারিকভাবে অর্ধছাড়া অবস্থায় সংকর প্রজাতির মুরগী পালন করে সহজেই বাড়তি উপার্জন করা যায়। এই পদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ তুলনামুলকভাবে অনেক কম বিধায়, ভুমিহীন অতি দরিদ্র মহিলা থেকে শুরু করে যে কেউ স্বাভাবিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি বসত বাড়ীর আঙ্গিনায় স্বল্প পুজিতে মুরগি লালন পালন করতে পারে। ইতিমধ্যে দেশের বেশ কয়েকটি এলাকায় ভুমিহীন অতি দরিদ্র বেকার মহিলারা সংকর প্রজাতির মুরগি লালন পালন করে স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধিতে সফলকাম হতে শুরু করেছে। তাই দরিদ্র বিমোচনে বর্নিত সংকর (সোনালী) প্রজাতির মুরগি লালন পালন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।সোনালী প্রজাতির মুরগি লালন পালন করে দেশের চড়ে খাওয়া পরিবেশে মুরগির মোট ডিম উৎপাদন দ্বিগুন করা সম্ভব হতে পারে।

বাচ্চা ঘরে উঠানোর পূর্ব প্রস্তুতি ঃ

- ব্রুডার ঘরে বাচ্চা ঢুকানোর সময় বাচ্চাকে গ্লুকোজ/চিনি মিশ্রিত পানি দিতে হবে। গ্লুকোজ/চিনি ৫০-৮০ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রথম ৩-৫ দিন এন্টিবায়েটিক ব্যবহার করতে হবে। যেমন টিসি ২০%/এনরোফ্লক্সাসিন।
- এন্টিবায়েটিকের সাথে বিভিন্ন মাল্টিভিটামিন ব্যবহার করতে হবে। যেমন- রেনা ডব্লিউ এস, অলভিট এম, এ ইত্যাদি।
- এন্টিবায়েটিক এর ডোজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ৫ দিনের দিন অবশ্যই রানীক্ষেত এর ভ্যাকসিন দিতে হবে। এন্টিবায়েটিক খাওয়ানো অবস্থায় ভ্যাকসিন করা উচিত নয়।
- গলুলাইট ১.২৫ গ্রাম/লিঃ পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
- ভিটামিক্স বি+সি ২ গ্রাম/লিঃ পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

সোনালী জাতের মুরগী লালন পালন পদ্ধতি ঃ

অর্ধছাড়া অবস্থায়, সংকর প্রজাতির মুরগি (সোনালী) লালন পালন পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

১। একদিন বয়সের বাচ্চা (২৫০-৩০০টি) আট সপ্তাহ পর্যন্ত ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় লালন পালন করা।

২। আট সপ্তাহ বয়সের পুলেট/ডেকী (৮টি) কে প্রথম কয়েকদিন আবদ্ধ অবস্থায় রেখে তারপর ক্রমান্বয়ে ছেড়ে, চড়ে খাওয়ার অভ্যাস করা।

৩। দেশীয় মুরগির ন্যায় বিশ মাস বয়স পর্যন্ত ছেড়ে খাওয়া পরিবেশে লালন পালন করা।

আবদ্ধ অবস্থায় পালন পদ্ধতি ঃ

ক) লিটার পদ্ধতি

খ) ব্যাটারী পদ্ধতি

চিত্র-: (লিটার পদ্ধতি) খামার মালিক সোনালী জাতের মুরগীর খামারে খাদ্য পরিবেশন করছেন।

লিটার পদ্ধতি ঃ

এই পদ্ধতিতে মুরগীর ঘরের মেঝেতে গদির মত পুরু করে বিছানা (লিটার) তৈরী করে মুরগী রাখা হয়। এই গদি বা বিছানা কাঠের গুড়া, খড়ের কুচি, শুকনা ঘাসের কুচি ইত্যাদি দিয়ে তৈরী করা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি পূর্ণ বয়স্ক মুরগীর জন্য তিন বর্গফুট ঘরের ভিতর জায়গার প্রয়োজন হয়।

লিটার পদ্ধতির সুবিধা ঃ

ক) অল্প জায়গায় বেশী মুরগী পালন করা যায়

খ) পরিশ্রম কম হয়

গ) ঘরে আবদ্ধ অব্সথায় পালন করা হয় বলে চরে বেড়ানোর জায়গার প্রয়োজন হয় না।

ঘ) বন্য জীবজন্তুর আক্রমনের সম্ভাবনা কম

ঙ) সব মোরগ - মুরগীকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব

চ) মোরগ - মুরীগার মলমুত্র লিটারের সাথে মিশে যায় ফলে সার তৈরী হয়।

লিটার পদ্ধতির অসুবিধা ঃ

ক) উন্মুক্ত জায়গায় চরে বেড়ায় না বিধায় সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হয়

খ) ক্যানবলিজম (অবসাদগ্রস্থ) বেশী হয়

গ) প্রাকৃতিক উৎস থেকে নিজের ইচ্ছামত বিভিন্ন উপাদনের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না

ছবি ঃ খাঁচা বা ব্যাটারী পদ্ধতি

ব্যাটারী পদ্ধতি ঃ

বর্তমানে এ পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক খামার সমূহে মুরগী পালন করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি মুরগীর জন্য খাচার ব্যবস্থা থাকে এবং খাচাগুলি রাখা হয় পাশাপাশি বিভিন্ন সারিতে। এক সারির উপর আর এক সারি এভাবেও রাখা হয়। ৩টি মুরগীর জন্য ১৮" ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ১৩" ইঞ্চি প্রস্থ এবং ১৬" ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট খাচার মধ্যে জায়গার প্রয়োজন হয়।

ব্যাটারী পদ্ধতির সুবিধা ঃ

ক) মোরগ মুরগীর যত্ন নেওয়া সহজ

খ) উৎপাদনের রেকর্ড নেওয়া সম্ভব

গ) ঘরের ব্যবহার যথাযথ হয়

ঘ) রোগ সংক্রমনের ভয় কম থাকে

ব্যাটারী পদ্ধতির অসুবিধা ঃ

ক) ঘর তৈরীর খরচ বেশী

খ) খাঁচা বা ব্যাটারীর তৈরীর খরচ অত্যন্ত বেশী

গ) দক্ষতা বেশী থাকার প্রয়োজন

ঘ) মোরগ - মুরগীর অবসাদগ্রস্থ রোগ হয়

বসতবাড়িতে সোনালী প্রজাতির মুরগি পালন ঃ

ছবি ঃ বসতবাড়িতে সোনালী জাতের মুরগী পালন

সোনালী প্রজাতির বাচ্চা পালনকারীর নিকট হইতে ৮টি পুলেট বা ডেকী এবং কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে লালন পালনের কাজ শুরু করা যেতে পারে। দেশীয় মুরগির ন্যায় অতি সাধারন ঘরে সোনালী প্রজাতির মুরগি রাত্রি যাপন বা দুর্যোগ পুর্ন আবহাওয়ায় অবস্থান করতে পারে। তবে লালন পালন শুরুর প্রথমেই স্বল্প ব্যয়ে বাশের তৈরী (ঘরের কাছাকাছি) কোন ঘেরাও করা জায়গার মধ্যে দিনের বেলায় পুলেটগুলিকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে, যাতে বাচ্চা নির্বিঘ্নে সরবরাহকৃত খাদ্য খেতে পারে এবং পানি পান করতে পারে। প্রথম অবস্থায় কয়েকদিন সারাদিন খেতে পারে, ঐ পরিমান খাদ্য ঘেরাও করা জায়গার মধ্যে পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। ক্রমান্বয়ে বাচ্চা পালনীয় খাদ্যের সরবরাহের পরিমান কমাতে হবে এবং পুলেটকে বেশি বেশি সময় ঘেরাও করা জায়গা হতে ছেড়ে দিতে হবে, যাতে ক্ষুধার তাড়নায় উহারা বাড়ির আঙ্গিনায় ও আশে পাশে চড়ে খেতে অভ্যস্থ হতে শুরু করে। পুলেটকে ছেড়ে দেয়া অভ্যস্থ করানোর প্রথম কয়েকদিন উহাদের উপর নজর রাখা দরকার। এই পর্যায়ে দেশীয় মুরগিকে যে সকল খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করা হয় (যেমন- গম, কুড়া, খুদ, ভাত, ভুষি, সবজি, রান্নাঘর ও খাবারের উচ্ছিষ্ট, তেলাপোকা, কেচো ইত্যাদি) ঐ দ্রব্য গুলির কিছু কিছু পরিমান ঘেরাও করা জায়গার মধ্যে সোনালী পুলেটকে সরবরাহ করতে হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে বাচ্চা পালনীয় খাদ্য সম্পুর্ন বন্ধ করে দেশীয় মুরগির মত নিজ নিজ বাড়িতে সহজ প্রাপ্য খাদ্য দ্রব্য পুলেটকে সরবরাহ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময় চড়ে খাওয়ার জন্য ছেড়ে রাখতে হবে। মনে রাখা দরকার চড়ে খাওয়া শুরু করার সময় পুলেট ককসিডিওসিস বা

অন্যান্য ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ আক্রান্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। মুরগিকে প্রতি দেড় থেকে দুই মাস পর পর কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো দরকার। এছাড়া সময়মত প্রচলিত রোগের প্রতিষেধক টীকা প্রদান করা খুবই জরুরী। ডিম পাড়া শুরু করতে পারে পুলেটের চেহাড়ায় এরূপ বুঝা গেলে, এদেরকে ঘরের নিরাপদ স্থানে ডিম পাড়া খাচায় বসবার সুযোগ করে দিতে হবে। ডিম পাড়া শুরুর দিন থেকে এক বৎসর কাল পর্যন্ত সোনালী মুরগি লাভজনকভাবে লালন পালন করা যায়। এর পর মুরগি গুলি বিক্রি করে পরবর্তী আর একটি ব্যাচের পুলেট লালন পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করা যেতে পারে।

বাচ্চা ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঃ

কোন বাচ্চা পালনকারী নির্ধারিত প্রশিক্ষন বিষয়ে ২৫০-৩০০টি বাচ্চা পালনের কাজ শুরু করতে পারে। বাচ্চার ঘর (আনুমানিক ২৫০ বর্গফুট) অপেক্ষাকৃত উচু, শুকনা এবং পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস প্রবাহের সুবিধা রয়েছে এরূপ জায়গায় তৈরী করা উচিত। বাচ্চা পালন কাজে ব্যবহারের জন্য ব্রুডার (ইলেক্ট্রিক বাল্ব/ কেরোসিন স্টোভ/ হারিকেন) বাশের ছাটাই, খাদ্য ও পানির পাত্র, বালতি, মগ, নিক্তি, তুষ/ কাঠের গুড়া প্রভৃতি জিনিষের আয়োজন রাখা দরকার। শীত ও ঝড়ো বাতাসের সময় চট ও পলিথিন দিয়ে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোন মান সম্পন্ন হ্যাচারী থেকে একদিন বয়সের সোনালী প্রজাতির ২৫০-৩০০ টি সবল ও সাস্থ্যবান বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে। বাচ্চাকে অবশ্যই হ্যাচারী থেকে মারেক্স রোগের প্রতিষেধক টীকা দিতে হবে।

বাচ্চার ঘর ও ঘরের আসবাবপত্র পরিস্কার অবস্থায় জীবানু নাশক স্প্রে করে জীবানুমুক্ত করবে্ । বাশের চাটাই দ্বার ১৫ থেকে ১৮ ইঞ্চি উচু করে মেঝেতে কিছু জায়গা গোলাকার ভাবে ঘেরাও করতে হবে (ব্রুডার গার্ড), যাতে নির্ধারিত সংখ্যক বাচ্চা আবদ্ধ অবস্থায় ব্রুডার গার্ডের মধ্যে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে। চিক গার্ডে বাচ্চা নেয়ার পূর্বেই ৩ ইঞ্চি পুরু করে ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া বিছিয়ে খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খবরের কাগজের ঢাকা অবস্থা ৩-৪ দিন পর্যন্ত চলবে, অন্যথায় বাচ্চা কাঠের গুড়া বা তুষ খেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

ছবি ঃ সোনালী জাতের একদিন বয়সের বাচ্চা

বাচ্চা পালনের/ ঘরে উঠানোর পূর্ব প্রস্তুতি ঃ

- এক লটের লিটার পরবর্তী লটে ব্যবহার করা যাবে না।
- বাচ্চা বিক্রি শেষ হওয়ার সাথে সাথে ব্যবহৃত লিটার থেকে ১০-১২ ফুট দুরে গর্ত করে পুতে রাখতে হবে।
- লিটার সরানোর পর ঘরের ভিতর যন্ত্রপাতি সহ, ঘর পানি দিয়ে ভালভাবে পরিস্কার করে ফেলতে হবে।
- ঘর যদি কাঁচা হয় সেক্ষেত্রে ২ ইঞ্চি পুরুত্ব করে চুন দিয়ে মেঝে লেপে দিতে হবে।
- এরপর ঘর কমপক্ষে ৩-৪ দিন শুকাতে হবে।

- ঘর শুকানোর পর তিন থেকে চারটি জীবানুনাশক দ্বারা ঘর পর্যায়ক্রমে স্প্রে করতে হবে।
- পরিস্কার করার পর ১৫ দিন ঘর খালি রাখতে হবে এবং জানালা খুলে রাখতে হবে।
- ঘর স্প্রে করা শেষ হলে ফিউমিগেশন করতে হবে। ঘর নিম্নলিখিত ভাবে ফিউমিগেশন করতে হবে। শেডের পর্দা বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর শেডের বিভিন্ন জায়গায় পাত্র স্থাপন করতে হবে। এর পর দ্রুত দরজা বন্ধ করে বাইরে আসতে হবে। চোখে ধোয়া এবং হাতে পায়ে যাতে না লাগে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত লোক রাখতে হবে।
- ফিউমিগেশন দুইভাবে করা যায় যেমনঃ দুর্বল ফিউমিগেশন-৪০ মিলি ফরমালিন + ২০ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট।
- শক্তিশালী ফিউমিগেশন-১২০ মিরি ফরমালিন + ৬০ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। যেখানে রোগের সম্ভাবনা সেখানে দুর্বল ফিউমিগেশন করলেই চলবে।
- ঘর কম্পক্ষে ১৫ দিন খালি রাখতে হবে।
- ওপেন হাউজ এর ক্ষেত্রে ফিউমিগেশন করা ঝুকিপুর্ন কাজেই ফরমালিন স্প্রে এবং যে কোন এন্টিসেপটিক ব্যবহার করতে পারেন। ১ লিটার ফরমালিন ৯ লিটার পানির সহিত স্প্রে করতে হবে।

ব্রুডার ঘরে বাচ্চা ছাড়ার কৌশল ঃ

ছবি ঃ ব্রুডার ব্যবস্থাপনা

মুরগীর বাচ্চাকে প্রথম কয়েক সপ্তাহ ঠান্ডার হাত হইতে রক্ষার জন্য অতিরিক্ত তাপ প্রদান করা হয়, এই তাপ দেওয়াকেই ব্রুডিং বলে।

ব্রুডার গার্ডের ভিতর বাচ্চা ছেড়ে দেয়ার মুহুর্তে ব্রুডারের তাপমাত্রা ৩২-৩৫ সেঃ থাকতে হবে। ব্রুডারের তাপমাত্রা সপ্তাহে ২-৩ সেঃ হিসেবে কমাতে হবে। তবে এক্ষেত্রে বাচ্চার আরাম আয়েসের তাপমাত্রাকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত। প্রথম দিন হতে বাচ্চাকে পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্য ও পানি সরবরাহ করতে হবে। বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে বাচ্চার চিক গার্ডের আয়তন বাড়াতে হবে। একটি কর্মসূচীর মাধ্যমে বাচ্চাকে রোগ প্রতিষেধক টীকা দিতে হবে।

- বৈদুতিক ব্রুডারের ক্ষেত্রে ১০০ ওয়াটের ৪-৫ টি বাল্ব ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রুডার দিয়ে ৫০০টি বাচ্চা পালন করা যায়।
- একটি গ্যাস ব্রুডার দিয়ে প্রায় ১ হাজার মুরগি পালন করা যায়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য ইলেক্ট্রিক বাল্ব এর পাশাপাশি শুটে দ্বারা টিনের আগুন (আয়লা) দিলে তাপমাত্রা আশানুরূপ বৃদ্ধি পাবে।
- ব্রুডারের কাছাকাছি রাখার জন্য ব্রুডার হইতে ২-৫ ফুট দুরত্বে চিকগার্ড ব্যবহার করতে হবে।

- নির্দিষ্ট সময় পর পর চিকগার্ডের পরিধি বাড়াতে হবে।
- বিভিন্ন বয়সে বাচ্চার জন্য ব্রুডারের নিচে যে তাপমাত্রা থাকবে তা হলো ঃ
- মেঝের তুষ থেকে ব্রুডার ২ ফুট উচুতে থাকবে এবং থার্মোমিটার বাচ্চা থেকে ২ ইঞ্চি উপরে থাকবে্
- বাচ্চা ঘরে নেওয়ার ১২ ঘন্টা আগে ব্রুডার জ্বালিয়ে রাখতে হবে। ঘরের তাপমাত্রা হবে ৩২.২ডিগ্রী সেলসিয়াস।
- ব্রুডিং এর স্থানটা হবে ঠিক ঘরের মাঝখানের।
- ব্রুডিং করার প্রথমে ২-৩ সপ্তাহ ঘরের তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্য ঘরের পর্দা উঠানো থাকবে। যদি ঘরের ভিতর গ্যাস হয় তাহলে পর্দা ধীরে ধীরে উপর থেকে নীচে নামাতে হবে। নীচ থেকে কখনো পর্দা উপরের দিকে উঠানো যাবে না। যদি নীচ থেকে উপরের দিকে পর্দা উঠানো হয়, তাহলে বাহিরের ঠান্ডা বাতাস ঘরের ভিতর যাবে এবং বাচ্চার ঠান্ডা লাগবে।
- সঠিক তাপমাত্রায় বাচ্চা ব্রুডারের নীচে সমভাবে ছড়িয়ে থাকবে।
- যদি ব্রুডারের নিচে তাপমাত্রা বেশি হয় তাহরে বাচ্চা ব্রুডার থেকে দুরে অবস্থান করবে। এক্ষেত্রে ব্রুডারটি কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠিয়ে দিতে হবে্ প্রয়োজনে রাত্রের বেলায় ব্রুডারটি আবার নামিয়ে দিতে হবে।
- ব্রুডারের নিচে তাপমাত্রা কম হওয়াতে বাচ্চা ব্রুডারের নীচে জড়ো হয়ে তাপ নিবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত লাইট দিয়ে তাপমাত্রা বাড়াতে হবে।

সেসন-০৪

খাদ্য কি ?

ভক্ষণ যোগ্য উপাদানই হচ্ছে খাদ্য- যা খেয়ে সুষ্ঠভাবে জীবন- ধারণ করা যায় ও উৎপাদন ঠিক রাখা যায় এবং শরীরে পুষ্টি সাধন করে।

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ঃ

১। দৈহিক বৃদ্ধি কমে যায় ফলে মাংসের উৎপাদন কমে যায়।

২। ন্যাংড়া ও খোড়া হয়ে যায়।

৩। পালক ঝরে যায়।

৪। কানা ও অন্ধ হয়ে যায়।

৫। গায়ের চামড়া ও মাংস খসখসে হয়।

খাদ্যের উপাদানের নাম ও কাজ

সুষম খাদ্যের উপাদানগুলোর উৎস ও কাজ ঃ

১। শর্করা-ভুট্টা, গম, চালের খুদ, চালের কুড়া ইত্যাদি।

কাজ- শরীরে তাপ উৎপাদন ও শক্তির উৎস।

২। আমিষ- শুটকী মাছের গুড়া, শুকনো রক্ত, নাড়িভুড়ি, ঝিনুক ও শামুকের ভিতরের নরম অংশ ইত্যাদি এ ছাড়া তিল, সয়াবিন ও বাদামের খৈল, ডালের গুড়া। কাজ- মাংস বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদন ও শরীরের ক্ষয় পুরন করে।

৩। চর্বি- তিল, সয়াবিন ও বাদামের খৈল ইত্যাদি কাজ-তাপ ও শক্তি যোগায় এবং চামড়াকে তৈলাক্ত রাখে।

৪। খনিজ পদার্থ-হাড়ের গুড়া, ঝিনুক, শামুকের গুড়া, ডিমের খোসা ভাঙ্গা ও লবন ইত্যাদি। কাজ- শরীর বৃদ্ধি করে ও হজম শক্তি বাড়ায়, হাড়ের গঠন ও আকার ঠিকমত তৈরী হয়, ডিমের খোসা শক্ত হয়।

৫। ভিটামিন- মাছের তেল, শাক-সবজি, গাজর, ভুট্টা, ছোলা, সবুজ ঘাস, চালের কুড়া ইত্যাদি। কাজ- উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখে, পুষ্টিহীনতা দুর করে।

৬। ভিটামিন- মিনারেল প্রিমিক্স বাজারের যেকোন ওষুধের দোকান থেকে ক্রয় করা যায়।

৭। পানি- বিশুদ্ধ খাবার পানি। কাজ- তাপমাত্রার সমতা রক্ষা করে, হজমে সাহায্য করে।

ছবি ঃ ব্রয়লারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাদ্য উপাদান (গম, ভূট্রা, তিল, অন্যান্য)

মুরগীর জন্য আদর্শ খাদ্য প্রস্তুত প্রনালী ঃ

খাদ্য উপকরণ	স্টাটার রেশন	লেয়ার	ডেভেলপার	লেয়ার
ভুট্রা	৫৫.০০	৫৫.০০	৫১.৫০	৫০.০০
সয়াবিন	১৫.০০	১৫.০০	১৩.২৬	১৮.৭০
গমের ভূষি	১০.০০	১৩.০০	১০.০০	১১.৫০
চাউলের কুড়া	১০.০০	১০.০০	২০.০০	১০.০০
মিট ও বোন মিল	১.৫০	৪.০০	৩.৮০	২.৭০
ফিস মিল	৮.০০	২.৫০	০.০০	০.০০
ঝিনুক চূর্ণ (ক্যালসিয়াস কার্বনেট)	০.০০	০.০০	০.৯৫	৬.৫০
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	০.১১	০.১১	০.১০	০.২৩
ভিটামিন	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫
ডিএলমিথিও নাইন	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০২
এল লাইসিন	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫
লবণ	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০

ছবি ঃ একই খাদ্য উপাদান থেকে প্রস্তুত করা বিভিন্ন আকারের খাদ্য কণা। ছোট কণা বাচ্চার জন্য, মাঝারি কণা মধ্য বয়স্ক মুরগীর জন্য এবং বড় কণা পূর্ণ বয়স্ক মুরগীর জন্য।

বাচ্চার জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী ঃ

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	প্রতি ১০০ কেজিতে
	গম ভাঙ্গা	৪৯.০০
	কুড়া (অটোমেটিক মিলের)	২৫.০০
	তিল খৈলের গুড়া	১০.৪০
	শুটকী মাছের গুড়া	১৪.০০
	ঝিনুক ভাঙ্গা	১.০০
	লবন	০.৪০
	ভিটামিন মিনারেল ওয়াটার	পরামর্শ অনুযায়ী
	ককসিডিওস্ট্যাট	পরামর্শ অনুযায়ী

(উপরোল্লিখিত খাদ্য দ্রব্য গুলি নির্দিষ্ট হারে মিশ্রিত করে একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৬-৭ দিনের জন্য খাদ্য তৈরী করে রাখা যেতে পারে।)

সুষম খাদ্যের অভাবে সাধারনত ঃ কি কি সমস্যা দেখা যায়?

১। মাংস ও ডিমের উৎপাদন কমে যায়।

২। যথাসময়ে ডিম পাড়ে না।

৩। ডিমের আকৃতি ছোট-আকা বাকা হয়ে থাকে। এবং ডিমের খোসা নরম হয়।

৪। ন্যাংড়া ও খোড়া হয়ে যায়।

৫। পালক ঝরে যায়।

৬। কানা ও অন্ধ হয়ে যায়।

৭। গায়ের চামড়া ও মাংস খসখসে হয়।

সতর্কতা ঃ

১। বাসি, পচা-গলা ও অন্যান্য জীবজন্তুর খাওয়া খাবার খেতে না দেয়া।

২। সর্বদা পাত্রে খেতে দেবেন। খাবার দেয়ার পূর্বে পাত্রটি পরিস্কার করে শুকিয়ে নেয়া।

৩। কখনই মাটিতে খেতে না দেয়া।

৪। সর্বদা বিশুদ্ধ পানি অর্থাৎ কলের পানি খেতে দেয়া।

৫। দানাদার খাবারের সাথে কখনই শাকসবজি না মিশানো।

৬। শাকসবজি কুচি কুচি করে কেটে পৃথক করে খেতে দেয়া।

সেসন-৫

মুরগী পালনে দৈনন্দিন কাজ সমূহ ঃ

খাদ্য প্রদান ঃ

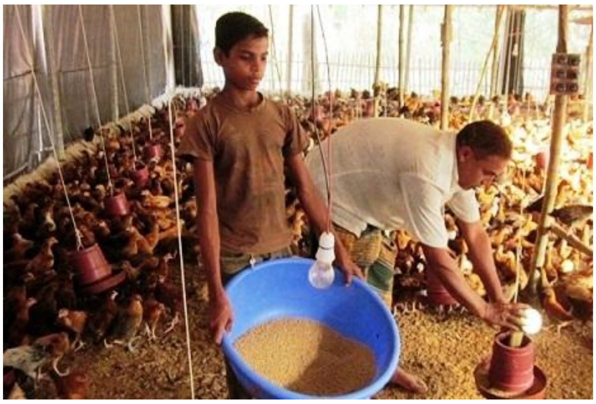

ছবি ঃ মুরগীকে খাদ্য প্রদান করছে খামারী

ছবি ঃ খাবারের পাত্র

খাদ্যের পাত্র ঃ

- বাচ্চার ঘরে প্রথম ২ দিন খবরের কাগজের উপর খাদ্য বিছিয়ে দিতে হবে।
- প্রতিদিন পেপার পরিবর্তন করে দিতে হবে।
- ২ দিন পর থেকে চিক ট্রে ব্যবহার করতে হবে।
- ৭-৮ দিন পর ফিডার ব্যবহার করতে হবে।
- ফিডারের উচ্চতা খুব বেশী বা নীচু হবে না।
- খাদ্য পাত্র বাচ্চার বুক বরাবর উচু থাকবে।

সোনালী জাতের মুরগীর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমান হলো ঃ

পাত্র	০-২ সপ্তাহ	৩-৭ সপ্তাহ
প্লাষ্টিক ফিডার ট্রে	প্রতি ১০০ বাচ্চার জন্য ২ ফুট এবং ০.৫ ফুট প্রস্থ একটি ট্রে	-
পানি ফিডার	-	প্রতি ৫০টি বাচ্চার জন্য একটি প্যান ফিডার
টিউব ফিডার	-	প্রতি ৩৫-৫০ টি পাখির জন্য একটি টিউব ফিডার

পানি খাওয়ানো ঃ

- বাচ্চার ঘরে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ থাকতে হবে।
- প্রথম তিন সপ্তাহে পানির সহিত কোন ব্লিচিং পাউডার মেশানো যাবে না। চতুর্থ সপ্তাহ থেকে ১০০ লিটার পানির সহিত ১ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে ৬ ঘন্টা পর ব্যবহার করতে হবে।

বিভিন্ন বয়সে বাচ্চার জন্য সম্ভাব্য পানির পরিমান হলো ঃ

বয়স (সপ্তাহ)	১০০ পাখির জন্য (লিটার)
প্রথম	২ লিটার
দ্বিতীয়	৩.৮ লিটার
তৃতীয়	৫.৫ লিটার
চতুর্থ	৭.৫ লিটার
পঞ্চম	৯.৫ লিটার
ষষ্ঠ	৫ লিটার

ছবি ঃ মুরগীর পানির পাত্র

পানির পাত্রঃ

- নির্দিষ্ট পরিমান পাখির জন্য নির্দিষ্ট পরিমান পানির পাত্র দিতে হবে।
- পানির পাত্রের উচ্চতা পাখির পিঠ বরাবর হতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে সম্পুর্ন শেডে পানির পাত্রগুলি থাকবে।
- সকালে পাত্র পরিস্কার করে পরিস্কার পানি দিতে হবে।
- প্রতিদিন দুপুরবেলা পানির পাত্রগুলি আবার ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে, কেননা দুপুরের দিকে খাবার ও পানি কম খায়।
- ঘন ঘন পানি পরিবর্তন করে দিতে হবে।
- গরমকালে টিউবওয়েল থেকে ঠান্ডা পানি ঘন ঘন দিতে হবে।

পানির পাত্রের পরিমান হলো ঃ

০-২ সপ্তাহ	৩- বাজারজাতকরন পর্যন্ত
৩০ টি বাচ্চার জন্য একটি প্লাস্টিকের গোলাকার ড্রিংকার(৫ লিটার ধারন ক্ষমতা সম্পুর্ন)	২০ টি বাচ্চার জন্য একটি প্লাষ্টিকের গোলাকার ড্রিংকার (৫ লিটার ধারন ক্ষমতা সম্পুর্ন)

আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণঃ

- বাচ্চার দ্রুত বর্ধনের জন্য আর্দ্রতা হচ্ছে ৬০-৭০%
- সঠিক আর্দ্রতা না থাকলে বাচ্চার শরীর বৃদ্ধি ব্যাহত হবে এবং পালক ঠিকভাবে গজাবে না।
- ঘরে আর্দ্রতা কম হলে, ভেজা চট ঘরে ঝুলাইয়া রাখতে হবে এবং কুয়াশার মত ঘরে পানি স্প্রে করতে হবে।
- আবার ঘরে আর্দ্রতা বেশী না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ভেন্টিলেশন ঃ

- বাচ্চার দ্রুত বর্ধনের জন্য বিশুদ্ধ বায়ু দরকার। বায়ু চলাচলের ফলে ঘরের কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস বের করে দেয় এবং ঘরকে শুকনা ও ঠান্ডা রাখে।
- শেডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে যদি চোখ জ্বলে এবং নাক দিয়ে পানি বের হয় তাহলে বুঝতে হবে শেডের ভিতরে যথেষ্ঠ পরিমান ভেন্টিলেশন নেই। তখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সিলিং ফ্যানের পরিবর্তে স্ট্যান্ড ফ্যান ব্যবহার করাই উত্তম।

আলো নিয়ন্ত্রণ ঃ

- বাচ্চাদেরকে অধিক খাদ্য গ্রহনে উৎসাহিত করার জন্য দিনের আলো ছাড়াও রাত্রেও কৃত্রিম উপায়ে আলো দিতে হবে।
- প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গায় ৬০ ওয়াটের একটি বাল্ব ব্যবহার করতে হবে।
- বাল্ব ফ্লোর থেকে ৭-৮ ফুট উচু তে থাকতে হবে এবং ১০ ফুট দুরত্বে এক একটি বাল্ব থাকবে।
- বাচ্চার ঘরে সব সময় আলো রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

লিটার ব্যবস্থাপনা ঃ

- মুরগির ঘরে লিটার হিসাবে ধানের তুষ ব্যবহার করাই উত্তম।
- লিটারের উচ্চতা হবে ৪-৫ ইঞ্চি।
- লিটার জীবানুনাশক দ্বারা স্প্রে করে ফিউমিগেশনের পূর্বেই ঘরে প্রবেশ করাতে হবে।
- লিটার সবসময় শুকনা থাকবে, কখনো ভেজা স্যাতস্যাতে থাকবে না।
- লিটার ভেজা থাকলে প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গায় ১-২ কেজি চুন ভালভাবে লিটারের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেসন-৬

রোগ বালাই পরিচিতি রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ

মুরগির প্রধান প্রধান রোগগুলি হচ্ছে-

ককসিডিওসিস বা রক্ত আমাশয় ঃ

ছবি ঃ রক্ত আমাশয় আক্রান্ত মুরগী

আইমেরিয়াগনভুক্ত প্রজাতি দ্বারা এই রোগ হয়। কেবল বাচ্চাদের নয় বড় মোরগ-মুরগীর ও এই রোগ হয়। তবে বাচ্চাদের যত বেশী হয় পূর্ন বয়স্ক মোরগ-মুরগীর ততটা হয় না।

রোগের লক্ষণঃ

১. বাচ্চা ঝিমাতে থাকে।
২. রোধের মধ্যে অথবা ব্রডারের নঅচে বাচ্চা একসঙ্গে জড়ো হয়ে দাড়িয়ে থাকে।
৩. কোন কিছু খেতে চায়না।
৪. ডানা ঝুলে পড়ে।
৫. পায়খানার সাথে রক্তের ছিটা দেখতে পাওয়া যায়।

প্রতিরোধঃ এখন ককসিডিওসিস রোগের টিকা পাওয়া যায়। এটা একটা Self case disease তাই লিটার পরিবর্তনের সময় কিছু পুরাতন লিটার নতুন লিটারের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিতে হবে। লিটার যাতে স্যাঁতস্যাঁতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। খাবারের সঙ্গে ককসিডিওষ্ট্যাট ব্যবহার করলে ও ককসিডিওসিস রোগ নিয়ন্ত্রন করা যায়।

রোগের চিকিৎসাঃ

ই, এস-বি৩ ঃ ১-১.৫ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশ্রিত করে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

এলবাজিক তরল ঃ ৪ মিঃ লি **১** লিটার পানিতে মিশ্রিত করে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর ক্যানাবলিজম রোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ক্যানাবলিজম

ক্যানাবলিজম বলতে মোরগ-মুরগীর ঠোকরা ঠোকরীকে বুঝায়।

ছবি ঃ ক্যানাবলিজমের কারণে আক্রান্ত মুরগী

ক্যানাবলিজমের কারণঃ

১. কম জায়গায় বেশী মুরগী রাখলে।
২. ব্রডারের তাপ বেশী হলে।
৩. ঘরে বায়ু চলাচল কম হলে।
৪. খাবার ও পানি সরবরাহ ত্রুটিপূর্ণ হলে।
৫. সুষম খাদ্যে অভাব হলে বিশেষ করে আমিষ, কনিজ ও ভিটামিনের অভাব হলে।
৬. ঘরে আলোর পরিমান বেশী হলে।

সুষম খাদ্য সরবরাহ করা, ব্যবস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ হলে তা সংশোধন করা ঠোট কেটে দেওয়া।

ইনকেকশাস করাইজা

ছবি ঃ করাইজা আক্রান্ত মুরগীর ছবি

হেমেফিলাস গ্যানিলেরাস নামের এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া থেকে এ রোগের উৎপত্তি।

রোগের লক্ষণঃ

১. মুখ ও চোখ ফুলে যাবে।

২. চোখ দিয়ে পানি নাক এবং মুখ হতে ানবরত সর্দি ঝরে।
৩. শ্বাস নিতে কষ্ট হবে এবং ঘরঘর শব্দ হবে।
৪. চোখের পাতা ফুলে গিয়ে চোখ বন্ধ হয়ে যাবে।
৫. ডিমপাড়া মুগরীর ডিমপাড়া উৎপাদন কমে যায়।

চিকিৎসা ঃ বকুসমিক্স প্লাস-১-১.৫ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশ্রিত করে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে। অস্থিভেট/রেনাসাইমিন/টেট্রাভেট ১-১.৫ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশ্রিত করে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

রানী ক্ষেত ও ফাউলপক্স রোগের লক্ষণ বিস্তার, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি

রানী ক্ষেত রোগঃ এ রোগ মুরগ-মুরগীর একটি মারাত্নক রোগ। ভাইরাস দ্বারা এ রোগের উৎপত্তি।

ছবি ঃ রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত মৃত মুরগী

ছবি ঃ রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত মুরগী

রোগের লক্ষণঃ

১. মুরগী খাওয়া বন্ধ করে।
২. চোখ বুঝে ঝিমায়।
৩. ডিমের উৎপাদন হ্রাস পায়।
৪. চোখ, নাক এবং মুখ হতে অনবরত সর্দি ঝরে।
৫. শ্বাস কষ্ট হয়। কানে ঘর ঘর শব্দ করে।
৬. ঠোঁট উপরের দিকে তুলে হা করে নিশ্বাস নেয়।
৭. ডানা নীচের দিকে ফেলে হা করে নিশ্বাস নেয়।
৮. সাদা বা চুনের ন্যায় পায়খানা করে। পায়খানার মলদ্বাারের চারিপাশ্বের পলকে লেপ্টে থাকে।
৯. অনেক মুরগীর পা অবশ হয়ে যায়।

চিকিৎসা ঃ এ রোগের ফলপ্রসু কোন চিকিৎসা নাই। তবে থেকেন্ডারি ইনজেশন বন্ধ করার জন কসুমিক্স প্লাাস ১-১.৫গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশ্রিত করে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে। অস্থিভেট/রেনাসাইমিন/টেট্রাভেট ১-১.৫ গ্রাম লিটার পানিতে মিশ্রিত করে খাওয়াতে হবে।

রোগের বিস্তার ঃ

১. রোগাক্রান্ত মুরগীর দ্বারা।
২. মৃত দেহ মাঠে বা যত্রতত্র ফেলে দিলে কাক, চিল, শকুন ও বন্য জন্তু খেয়ে জীবানু বহন করে অনত্র নিয়ে যায়।
৩. মানুষের জুতা কাপড় বা অন্য দ্রব্যাদির সাথে মিশে ভাইরাস একস্থান থেকে অন্য স্থানে যায়।
৪. পায়খানা প্রসারের ভাইরাস ধুলা বালির সাথে বাতাসের সাহায্যে অন্যত্র রোগ ছড়ায়।

প্রতিরোধঃ নিয়মিত টিকা প্রদান করতে হবে।

চিকিৎসাঃ ১ লিটার পানিতে ১-২ গ্রাম কসুমিক্স প-াস খাওয়াতে হবে।

ফাউল পক্স বা বসন্ত রোগ

ছবি ঃ ফাউল পক্স বা বসন্ত রোগে আক্রান্ত মুরগীর ছবি

ফাউল পক্স মুরগীর ১টি ছোয়াচে রোগ। এভিয়ান পক্স ভাইরাস এ রোগের কারণ।

সাধারনতঃ সবধরনের বয়সেই মোরগ-মুরগীর এ রোগ হয়। বাচ্চাদের মৃত্যুর হার বেশী এবং বড়দের কম।

লক্ষণঃ

১. কিউটোনিয়ম ফর্মে মাথার ঝুটিতে, গলার ফুলে ঠোটের পাশ্বে, চোখের কোনে এবং শরীরের পালকবিহীন জায়গায় চোট অচিরের মত গুটি দেকা যায়।
২. অকুলার ফর্মে চোখ ফুরে উঠে এবং বন্ধ হয়ে যায়।
৩. ডিমপাড়া মুগরীর ডিম উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

চিকিৎসা ঃ

এ রোগের কোন কার্যকরী চিকিৎসা নাই। সেকেন্ডারী ইনফেকশন বন্ধকরার জন্য কসুমিক্স প-াস ১-১.৫ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে। এছাড়া টেট্রাভেট/এনরোভেট ১ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

ভ্যাক্সিন ব্যবহারের সাবধানতা ঃ

১। অসুস্থ মুরগীকে কোন অবস্থাতেই ভ্যাক্সিন করা যাবে না।

২। যে গ্রামে রোগ ডুকেছে সে গ্রামে সে সময়ে ভ্যাক্সিন না করাই শ্রেয়।

৩। একটি ভ্যাক্সিন করার কমপক্ষে ১৫ দিন পর অন্য ভ্যাক্সিন করা যাবে।

৪। ভ্যাক্সিন গুলানোর শীতের দিনে ২ঘন্টার মধ্যে এবং গরমের দিনে ১ ঘন্টার মধ্যেই মেষ করতে হবে।

৫। ভ্যাক্সিন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় অবশ্যই ফ্লাকেস্ নিয়ে যেতে হবে।

৬। ভ্যাক্সিন করার আগে অবশ্যই সিরিঞ্জ নিডিল ভালভাবে পরিস্কার করে নিতেহবে।

৭। অফিসে ভ্যাক্সিন অবশ্যই ফ্রিজে সংরক্ষন করতে হবে।

গামবোরো রোগঃ

১৯৫৭ সালে যুক্ত রাষ্ট্রের গামবোরো শহরের নিকট এ রোগ সর্ব প্রথম আবিস্কৃত হয় বলে এ রোগের নাম দেয়া হয় গামবোরো। এক রকম ভাইরাস থেকে এরোগের উৎপত্তি। এ রোগ বাচ্চাদের ৪-৬ সপ্তাহ বয়সে দেখা যায়।

লক্ষণঃ

১। পালক উস্কো-খুসকো করে বসে থাকে।

২। বেশী হাটা হাটি করতে চায় না।

৩। তাড়া করলে নড়াচড়া করতে চায় না।

৪। খাওয়া বন্ধ করে।

৫। পাতলা পায়খানা করে, চালধোয়া পানির মত।

৬। মলদ্বারের পাশের পালক ভিজে থাকে।

৭। বার্মা ফুরে যায়।

৮। রাণের মাংসে রক্ত জমাটবদ্ধ দেখা যায়।

চিকিৎসাঃ

এ রোগের তেমন কোনচিকিৎসা নাই।

সকালে ট্যাবলেট রেনামাইসিন ২টি+৪টি মালকাডিন এম ১ লিটার পানিতে মিশ্রিত করে খাওয়াতে হবে।

দুপুরে-১০০ গ্রাম গুড়+১৫ সিসি সিরকা ১ লিটার পানিতে মিশ্রিত করে খাওয়াতে হবে।

রাত্রেঃ ভিটামিন কে ১ গ্রাম ১০-১৫ লিটার পানিতে এবং স্যালাইন গ-ুকোপ-াইট ১ গাম ১ লিটার পানিতে মিশ্রিত করে খাওয়াতে হবে।

ফাউল কলেরাঃ

পাসচুলের মালটোমিডা নামক ব্যাকটিরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণঃ

- হঠাৎ করে অনেক মুরগী মারা যায়।
- এক জায়গায় অনেক মুরগী গাদাগাদি করে থাকে।
- গায়ে জ্বর থাকবে, ঝিমাবে এবং দূর্বল হয়ে পড়বে।
- হলদে সবুজ পায়খানা করবে।
- ঝুটি এবং গলার ফুল ফুলে যাবে।
- ক্ষুধা বেশী থাকবে না, পানি বেশী খাবে।
- ডিম উৎপাদন বন্ধ হবে।

চিকিৎসাঃ

কসুমিক্স প্লাস ১-১.৫ গ্রাম ১লিটার পানিতে মিশিযে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে। এছাড়া টেট্রাভেট/এনরোভেট ১ গ্রাম ১লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

ক্রনিক রেসপাইরেটরী ডিজিজি (সিআরডি)ঃ

মাইকোপ্লাজমা গ্যালিসেপ্টিকাম নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া দিয়ে এ রোগ হয়।

লক্ষণঃ

- শ্বাস কষ্ট হয়।
- খুব হাচি দিতে থাকে।
- কাশি হয়।

- নাক দিয়ে সর্দি পড়তে থাকে।
- শরীরের ওজন কমে যায়।
- দূর্বল হয়ে পড়ে।
- খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা যায়।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।

চিকিৎসা ঃ কসুমিক্স প্লাস, রেনামাইসিন, টেট্রাভেট ১ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

বাম্বল ফুট রোগঃ

স্টাফাইলো কক্কাস বা ষ্ট্রেপটো কক্কাস ব্যাকটেরিয়া থেকে এরোগের উৎপত্তি।

লক্ষণঃ

১. মুগরী খুড়িয়ে হাটবে।
২. অত্যাধিক ব্যাথার কারণে আহার ও ডিমের উৎপাদন কমবে।
৩. পায়ের তালু ফুলে যাবে।

চিকিৎসা

পেকে গেলে ছুরি দ্বারা কেটে মুখ চাপ দিয়ে পুঁজ বের করে দিতে হবে। তারপর টিংচার আয়োডিন লাগাতে হবে। রেনামাইসিন/টেট্রাবেট/অক্সিভেট ১ গ্রাম ১ লিটার পানিত মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

পুলরাম রোগ

সালমোনেলা পুলোরাম নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া থেকে এ রোগের উৎপত্তি। পুলোরাম মুরগীর বাচ্চাদের একটি মারাত্মক রোগ। একদিনের থেকে দুই সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা এ রোগে বেশী আক্রান্ত হয়।

লক্ষণঃ

১. ফুটার কয়েকদিনের মধ্যে অখিদ সংখ্যক বাচ্চার মৃত্যু হয়।
২. আক্রান্ত বাচ্চারা দূর্বল হয়, শ্বাস কষ্ট হয় এবং হ্য করে নিঃশ্বাস নেয়।
৩. ব্রডারের নীচে বাচ্চা গাদাগাদি করে থাকে।
৪. সাদা পাতলা পায়খানা করে এবং মলদ্বারের সঙ্গে লেগে থাকে।
৫. বড় মুরগীর ডিম উৎপাদন কমে যায়।
৬. ডিমের উর্বরতা এবং বাচ্চা ফুটার হহার কমে যায়।

চিকিৎসাঃ

১. ট্রিমাভেট সাসপেনশন ১ মি.লি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
২. কমুসিক্সন প্লাস ১-১.৫ গ্রাম ১লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

অপুষ্টি জনিত রোগির লক্ষণঃ

ছবি ঃ অপুষ্টির শিকার ব্রয়লার বাচ্চা

ছবি ঃ অপুষ্টির শিকার বড় মুরগী

১. আমিষ এ অভাব ঃ শরীর বৃদ্ধি কম হবে। ওজন কমে যাবে, ডিমের উৎপাদনহ্রাস পাবে ডিমের আকার ছোট হবে এবং ডিম ফুটার হার কমবে।
২. শর্করার অভাবে ঃ শরীর দুর্বল হবে ও কর্মক্ষমতা কমে যাবে। ডিম উৎপাদনহ্রাস পাবে। পালক চকচকে হবে না।
৩. চর্বির অভাব ঃ শরীরের বৃদ্ধি কমে যাবে। ডিম উৎপাদনহ্রাস পাবে। পালক চকচক হবে না।
৪. খনিজ পদার্থের অভাবে ঃ হাড় সুর হবে, নরম হবে, ডিমের খোসা পাতলা হবে।

ভিটামিন এর অভাবে ঃ শরীর বৃদ্ধি কমে যাবে। চোখ ও নাকদিয়ে পানি পড়বে। অভাবের পরিমান বেশী হলে চোখের পাতায় ঘন পুজের মত জমবে ও চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাবে। ডিম উৎপাদন কমে যাবে, কম ফুটবে এবং ডিমে রক্তের ছিটা দেখা যাবে।

ভিটামিন ডি'র অভাবে ঃ শরীরের হাড় সরু হবে, নরম হবে, সহজেই ভেঙ্গে যাবে, ডিমের খোসা পাতলা হবে।

ভিটামিন ই'র অভাবেঃ চলাফেরা এদিক সেদিকে হবে। গোলা হয়ে ঘুরতে থাকবে। মাথা ও পা কাপতে থাকবে।

ভিটামিন কে'র অভাবে ঃ শরীরের কোন জায়গায় কেটে গেলে জমটি বাধতে দেরী হবে।

ভিটামিন বি১'র অভাবে ঃ ক্ষুধা কমেযাবে ওজনহ্রাস পাবে এবংস্নায়ুবিক দূর্বলতা দেখা দেয়। ভাল ভাবে দাড়াতে পারবে না। পা বা ঘাড় পিছনের দিকে বেকে যাবে।

ভিটামিন বি২'র অভাবে ঃ শরীরের ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপাবে এবং দূর্বল হবে। সাদা পাতলা পায়খানা হবে। পায়ের আঙ্গুল ভিতরের দিকে বেকে অবশ হবে। ডিম ফুটার হার কমে যাবে।

ভিটামিন সি'র অবাবে ঃ গরম আবহাওয়ায় দেহের বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদন, বীট উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ধকল প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে।

কৃমিসাধারনত তিন প্রকারঃ

১. গোলকৃমি
২. ফিতাকৃমি
৩. পাতাকৃমি

মোরগ-মুরগী সাধারনতঃ গোলকৃমি ধারা আক্রান্ত হয়। খাদ্যের সাথে কৃমির ডিম খাওয়ার ফলে অন্ত্রে কৃমির উৎপত্তি হয়। ঘরের লিটার ভিজা বা স্যাঁতস্যাঁতে থাকলে কৃমির ডিম সক্রিয় থাকে এবং খাদ্যের সাথে পেটের ভিতর প্রবেশ করে ডিম থেকে কৃমি উৎপত্তি হয়।

রোগের লক্ষণঃ

- ঝুটি ফ্যাকাশে হবে।
- দেহের ওজন কমে যাবে।
- ডিম উৎপাদনহ্রাস পাবে।
- মুরগী দূর্বল হয়ে পড়বে।
- পালক উস্কোফুসকো হয়ে যাবে।
- পায়খানার সাথে কৃমি/ডিম বের হয়ে আসতে পারে।

চিকিৎসাঃ

ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও লিটার শুকনা রাখতে হবে।। প্রতি ২ মাস পর পর কৃমির ঔষধ খাওয়ানো দরকার।

- ইউডিলন ১-১.৫ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১ দিন খাওয়াতে হবে।

ব্রয়লার পালনে জৈব নিরাপত্তা ঃ

বায়োসিকিউরিটি ঃ

- মোরগ মুরগিকে রোগ জীবানুর হাত থেকে নিরাপদে রাখাই হচ্ছে বায়োসিকিউরিটি বা জৈব নিরাপত্তার মূল কথা। যে ফার্মে বায়োসিকিউরিটি যত ভালো সে ফার্মে সমস্যা তত কম হবে আর যে ফার্মের বায়োসিকিউরিটি ভাল না সে ফার্মে সব সময় সমস্যা লেগেই থাকবে।

বায়োসিকিউরিটির ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়গুলি হচ্ছেঃ

- বাহির থেকে যাতে কোন জীবানু শেডে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য খামারকে বহিরাগত মানুষ, কীট পতঙ্গ, বন্য পাখি, গাড়ি , ইদুর ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে হবে।
- খামারের প্রবেশ পথে ও শেডের দরজার সম্মুখে সব সময় একটি বড় পাত্রে বা ফুটবাথে জীবানুনাশক ঔষধের মিশ্রিত পানি রাখতে হবে যাহাতে খামারের কার্য্যে নিয়োজিত সকলেই শেডে ঢুকার ও বাইরে যাবার সময় পা ডুবিয়ে নিজেকে জীবানুমুক্ত করতে পারে।
- শেডের ভিতর জীবানু, জীবানুনাশক দিয়ে ধ্বংস করতে হবে।
- খামারে বিভিন্ন বয়সের মুরগী রাখা যাবে না। সব সময় "ধল ইন অল আউট" পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। একটি ফার্মে এবই বয়সের বাচ্চা পালন উত্তম।
- কার্যকরী টিকাদান কর্মসুচী গ্রহন করতে হবে।
- খামারের সব যন্ত্রপাতি জীবানুনাশক ঔষধ দিয়ে ধৌতকরন এবং ফিউমিগেশনের মাধ্যমে জীবানুমুক্ত রাখতে হবে।
- মৃত মুরগী এবং মুরগীর বর্জ্য পদার্থ খামার থেকে দুরে মাটিতে গর্ত করে পুতে ফেলতে হবে।
- এক খামারের লোক অন্য খামারে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।
- খামার পরিচালনায় দক্ষ পরিচালক এবং দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে।

টিকাদান কর্মসূচী ঃ

১. রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাচ্চা শেডে উঠানোর পূর্বে চুন দ্বারা শেডকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে;
২. বাচ্চার মৃত্যুর হার কমানোর জন্য প্রথম ২-৩ দিন প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম এন্টিবায়োটিক ওষুধ যেমন- রেনাকুইন, কসুমিক্স, রেনামাইসিন, ইত্যাদি পাউডার খাওয়াতে হবে;
৩. ৩-৬ দিনের মধ্যে রাণীক্ষেত রোগের বির"দ্ধে বি.সি.আর.ডি.ভি প্রয়োগ করতে হবে;
৪. ১১-১৪ দিনের মধ্যে গামবোরো রোগের ভ্যাকসিন প্রদান করতে হবে;
৫. ১ম দিন থেকে ৪০ দিন পর্য"ড় বয়সের বাচ্চাগুলোকে রক্ত আমাশয় রোগ হতে রক্ষা করতে খাদ্যের সঙ্গে এন্টিকক্সিডিয়াল ড্রাগস্ খাওয়াতে হবে।
৬. ২১তম দিনে বুস্টার ডোজ হিসেবে পুনরায় রাণীক্ষেত রোগের বিরুদ্ধে বি.সি.আর.ডি.ভি ভ্যাকসিন প্রদান করতে হবে;
৭. ২২-২৫ দিনের মধ্যে বুস্টার ডোজ হিসেবে পুনরায় গামবোরো ভ্যাকসিন প্রদান করতে হবে;
৮. ৩৫তম দিনে কৃমিনাশক ওষুধ সেবন করাতে হবে।

টিকা/ভ্যাক্সিন ব্যবহারের সাবধানতা ঃ

১। অসুস্থ মুরগীকে কোন অবস্থাতেই ভ্যাক্সিন করা যাবে না।
২। যে গ্রামে রোগ ডুকেছে সে গ্রামে সে সময়ে ভ্যাক্সিন না করাই শ্রেয়।
৩। একটি ভ্যাক্সিন করার কমপক্ষে ১৫ দিন পর অন্য ভ্যাক্সিন করা যাবে।
৪। ভ্যাক্সিন গুলানোর শীতের দিনে ২ঘন্টার মধ্যে এবং গরমের দিনে ১ ঘন্টার মধ্যেই মেষ করতে হবে।
৫। ভ্যাক্সিন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় অবশ্যই ফ্লাক্সে নিয়ে যেতে হবে।
৬। ভ্যাক্সিন করার আগে অবশ্যই সিরিঞ্জ নিডিল ভালভাবে পরিস্কার করে নিতেহবে।
৭। অফিসে ভ্যাক্সিন অবশ্যই ফ্রিজে সংরক্ষন করতে হবে।